যায়যায়দিন

02 JUN 2007

তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থাকার অভিযোগও পাওয়া গেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির জীব বিজ্ঞান অনুষদের সমর্থনে এ দুটি বেসরকারি কলেজে অনিয়ম চলছে বলে জানা যায়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ এ বিষয়ে যায়যায়দিনকে বলেন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজগুলোর অধিভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে ফাইল প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। পরে তা একাডেমিক ও সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, যেহেতু গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক কোনো সাবজেক্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নেই, সেহেতু এ কলেজগুলো কন্সটিটিউয়েন্ট (উপাদানকল্প) হিসেবে থাকার কথা, অ্যাফিলিয়েটেড (অধিভুক্ত) হিসেবে নয়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, এ তিনটি কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত। বেসরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ দুটির আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমও তাদের গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়। একমাত্র সরকারি কলেজটির একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়া আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকগুলো সরকার দেখে থাকে। তিনি আরো বলেন, স্পেশাল কমিটি অফ কোর্সেস অ্যান্ড স্টাডি নামে একটি কমিটি এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নতুন করে যে কোনো কলেজের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধিভুক্তি বন্ধ করে দেয়। অথচ ১৯৯৮ সালের ৯ মে তৎকালীন ইউনিভার্সিটি প্রশাসন একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছাড়াই সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে গণ্য করে। একই আদেশে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং এর কিছুদিন পর ন্যাশনাল কলেজ অফ হোম ইকনমিক্স ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত হয়।

এদিকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়টি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জীব বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত করা হয়। জানা গেছে, একাডেমিক কার্যক্রম জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কার্যালয় থেকে পরিচালিত হওয়ায় বর্তমান ডিনের সমর্থনে বেসরকারি কলেজ দুটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হতে শুরু করে। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তারা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু বেসরকারি কলেজকে প্রাধান্য দেন। জানা গেছে, বেসরকারি বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আয়েশা আক্তার জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের স্ত্রী।

বেসরকারি দুটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কলেজ দুটিতে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি কলেজ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুযায়ী প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল পদের জন্য কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের প্রিন্সিপাল রূপশ্রী চৌধুরীর রয়েছে বেসরকারি কলেজে প্রভাষক হিসেবে মাত্র পাঁচ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। এ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আয়েশা আক্তার এবং ন্যাশনাল কলেজ অফ হোম ইকনমিক্সের প্রিন্সিপাল নুরুন্নাহার বেগমেরও শিক্ষকতার বেশি দিনের অভিজ্ঞতা নেই।

তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ অবৈধভাবে অধিভুক্ত

হাবিবুর রহমান

তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে অবৈধভাবে অধিভুক্ত করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ইউনিভার্সিটি প্রশাসন এ তিন কলেজকে অবৈধ অধিভুক্তি দেয়। এর মধ্যে একটি সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং অন্য দুটি বেসরকারি বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও ন্যাশনাল কলেজ অফ হোম ইকনমিক্স। দীর্ঘদিন এ তথ্য গোপন থাকলেও ইউনিভার্সিটির বর্তমান প্রশাসন এ অবৈধ প্রক্রিয়ার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।

এদিকে বেসরকারি দুটি কলেজের সর্বোচ্চ পদে শিক্ষকতার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রিন্সিপাল-ভাইস প্রিন্সিপাল পদে আসীন পৃ:২১ ››› কৃ:৩